দৈনিক সং

ঢাকা : শনিবার, ১৯শে কার্তিক, ১৩৯৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 NOV 1988
পৃঃ 8 কলাম 7

২৫

015

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ক্লাস টেস্ট প্রথা বাতিল এবং ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৮ তারিখে নির্ধারিত ক্লাসসমূহ বর্জন শুরু করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটে। একাডেমিক পরিবেশের এহেন অবনতি লক্ষ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করে ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্নভাবে প্রয়াস চালান। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৮, তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ইমিডিয়েট অধিবেশনে ক্লাস টেস্টের লিখিত নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

অপরদিকে ১৯৭৬-৭৭, '৮০-৮১, '৮৩-৮৪, '৮৪-৮৫ এবং সর্বশেষ '৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তি এবং স্টাইপেণ্ডের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা বহির্ভূত Technical বৃত্তির (যা বর্তমানে মাসিক ১০০/- টাকায় নির্ধারিত আছে) পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির বর্তমান আন্দোলন শুরুর অনেক আগেই সরকারের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারী অনুমোদন ও বরাদ্দ ছাড়া সরকার প্রদত্ত এ সকল বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে বলা হয়। এ বৃত্তিগুলির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তাদের সুস্পষ্ট আশ্বাসও প্রদান করা হয়। তাদের দাবী বিবেচনা করে ক্লাস টেস্টের লিখিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বৃত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রদান করা হলেও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাদের দাবীতে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে এবং ক্লাস বর্জন অব্যাহত রাখে।

একই সংগে তাদের দাবীর সমর্থনে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে সভা-শোভাযাত্রা আয়োজন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লাগায়। এসব সভা-শোভাযাত্রা এবং পোষ্টারে অত্যন্ত অশালীন ও আপত্তিকর বক্তব্য ও শ্লোগান উচ্চারিত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটার আশংকা দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিরাজমান পরিস্থিতি সতর্কতার সংগে লক্ষ্য করতে থাকেন। ভাইস-চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে প্রায় প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদসমূহের ডীন, বিভাগসমূহের প্রধান, হলসমূহের প্রভোষ্ট এবং প্রফেসরদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।

অবশেষে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং শিক্ষার পরিবেশ ও নিয়ম-শৃংখলার আরো অবনতি রোধের উদ্দেশ্যে ২৬শে অক্টোবর, ১৯৮৮ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ গভীর ও বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাভাবনা করে কোন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে যান। বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রভৃতি সকল বিষয় নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকবৃন্দের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্যই আজ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ শুধু দেশেই নয় বিদেশেও যথেষ্ট সুনাম ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তিন বছর আগে ক্লাস টেষ্ট প্রথা প্রবর্তিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ক্লাস টেষ্ট গ্রহণের প্রথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি আমাদের দেশের উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও বলবৎ আছে এবং বার্ষিক ফলাফল নির্ধারণে ক্লাস টেষ্টে একজন ছাত্র/ছাত্রীর ফলাফলের প্রতিফলনও ঘটানো হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস টেষ্ট প্রথা প্রবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচিত এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে যথাযথ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এমনকি বর্তমান শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বিগত ২রা আগষ্ট, ১৯৮৮ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিলের একটি সভায় ক্লাস টেষ্ট প্রবর্তনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সৃষ্ট চাপের পরিমাণসহ বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ক্লাস টেষ্টের জন্য লিখিত নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নির্ধারণে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা এবং মতামত সব-সময়েই সহানুভূতি ও গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত হতে এবং অসুবিধাসমূহ যথাসম্ভব দূর করতে কর্তৃপক্ষ সব সময়ই সচেষ্ট থাকেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যথাযথ মান এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বাজায় রাখার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার মান, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সকল বিষয় যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা চূড়ান্ত এবং এ (সকল) সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

দীর্ঘদিন যাবৎ ছুটিভোগ থেকে বিরত থেকে এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পেশাগত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের চাপের মুখে পরীক্ষা পিছানো এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আওতাবহির্ভূত অন্যান্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী তথা দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থেই পিছিয়ে পড়া সেশন নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে জেনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ দু'টি প্রথম বর্ষের ক্লাস একত্রে শুরু করেছেন। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান এবং পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এহেন বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।

ক্লাস টেষ্ট প্রথা বাতিল ও বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদানের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং যথাশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুলে দেবার আহ্বান জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু বিবৃতি ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এসব বিবৃতিতে প্রকাশিত উদ্বেগ ও অনুভূতির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষেরও কাম্য নয়। তবে শিক্ষার মান ও নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখতে যথাসাধ্য প্রয়াস চালানো একটি শিক্ষায়তনের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বজায় রাখার উপযুক্ত পরিবেশ এবং নিয়ম-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছেন।

সি—৩৯১১ রেজিষ্ট্রার